দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 04 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

ভালো চলছে না আমাদের স্কুল

পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটি এমন, 'কমিউনিটি স্কুল হিসেবে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বন্দেখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর পর উপজেলা পরিষদ থেকে বিদ্যালয়টির পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু নির্মাণকাজ নিম্নমানের হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই ফাটল দেখা দিলে ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে প্রকৌশল বিভাগ। এ অবস্থায় কয়েক বছর ধরে ভবন ছেড়ে পাশের লিচুবাগানে পাঠ নিচ্ছে বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা।' খবরটি একটি জাতীয় দৈনিকে গত ২৯ মার্চ ছাপা হয়। এটি যদি শুধু একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবর হতো তবে হয়তো ধরে নেওয়া যেত যে, খবরটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

কিন্তু সংবাদপত্রটি জানায়, 'শুধু বন্দেখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নয়, ঝিনাইদহের ৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ। আর সরকারি-বেসরকারি মিলে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের কারণে ১৫টিতে পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নিচে, গাছতলায়।' ঝুঁকিপূর্ণ এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে শৈলকুপা উপজেলার শাহী মসজিদ, জিকেএইচ, গোলকনগর, মান্দারিপাড়া, রূপদাব্যাসপুর, রতনপুর, দক্ষিণ মনোহর-পুর, পূর্ব বসন্তপুর, শাহাবাড়িয়া, বন্দেখালী, কবিরপুর, ব্রহ্মপুর, বাহাদুরপুর ও গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পার্বতীপুর, সনাতনপুর, মান্দিরা, তোলা, ভবানীপুর, সাবেক নিত্যানন্দপুর, ২০ নম্বর দৌলতপুর, পারদখলপুর, রঘুনাথপুর, লালনশাহ, নারায়ণকান্দি, তেলটুপিবাজার, বাগআঁচড়া, জোড়াদাহ, ধুলিয়া, নারায়ণকান্দি অনির্বাণ ও খলিসাকু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কালীগঞ্জের নরেন্দ্রপুর ঘোষনগর, কাশিপুর, মথনপুর, চাপালী ও নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া সদর উপজেলার পুটিয়া, লৌহজঙ্গা, ডাকাতিয়া, পোড়াবেতাই ও শহীদ মোশারফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কোটচাঁদপুর উপজেলার সারুটিয়া, চতুরপুর ও সিঙ্গিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে স্থান পেয়েছে তালিকায়।

এখানে শুধু একটি জেলায়ই ৪৪টি ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা আমরা পেলাম, এবার যদি সারা বাংলাদেশ মিলিয়ে এমন একটি তালিকা তৈরি করা হয়, কত দীর্ঘ হবে সেই তালিকা সে ধারণা কি রয়েছে আমাদের? ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় আমাদের দেশে বহু রয়েছে এবং সেখানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হাজারো শিশু প্রতিদিন পাঠ নিচ্ছে। কিন্তু সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্যোগ নেই। পত্রিকায় খবর প্রকাশের পর কয়েকদিন হয়তো হৈচৈ পড়ে যায়, এর পর আবার সেই সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

এই ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, শিক্ষার্থীরা পাঠ নিতে পারছে না শ্রেণিকক্ষে। কারণ সেখানে প্রাণের ভয় রয়েছে এবং কোথাও বাধ্য হয়ে তারা শ্রেণিকক্ষের বাইরে, কোথাও গাছতলায় পড়াশোনা অব্যাহত রেখেছে। এই খবরটি মূলত আমাদের এই বড় বড় ঘটনার দেশে ছোট খবর, মফস্বলের খবর, খবরটির যে গুরুত্ব অনেক কম সেটি অনেকভাবেই বোঝা যায়। কারণ অনেক পত্রিকায়ই খবরটি আসেনি, ঠিক তেমনি যে পত্রিকা খবরটি ছেপেছে– তারাও ভেতরের পাতায় অর্থাৎ যেখানে মফস্বলের খবর ছাপা হয় সেখানেই মোটামুটিভাবে ছেপেছে।

এটি ঠিক যে, খবরটি পত্রিকার কোন পৃষ্ঠায় ছাপা হলো কিংবা কোন কোন পত্রিকায় ছাপা হলো না এগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, বরং আমাদের আগ্রহের স্থান

হলো, খবরটি কী আমাদের কর্তৃপক্ষের নজরে এলো ঠিকভাবে? কর্তৃপক্ষ এর প্রতিকারে ব্যবস্থা নিতে পারবে তো? নাকি তাদের কাছে কোনো গুরুত্বই বহন করল না খবরটি! সংবাদটি অন্যান্য অনেক সংবাদের চেয়ে পৃথক, কারণ এই ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ে আমাদের আগামী প্রজন্ম ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। এতে তাদের ব্যক্তিজীবনের যেমন ঝুঁকি আছে, তেমনি ঝুঁকি রয়েছে বাংলাদেশেরও।

খবরটির মর্মান্তিক দিক একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, ভবন তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার, রেলের স্লিপার ধরে রাখতে বাঁশের ব্যবহারের পর এবার ১৯৯৬ সালে তৈরি হওয়া কালীগঞ্জের চাঁপালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি ধরে রাখতে বাঁশের ব্যবহার করছে কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে পাঠ নিতে হচ্ছে। প্রায় একই ঘটনা সদর উপজেলার ডাকাতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও, সেখানে ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় টিনশেডের নিচে ক্লাস চলছে, এতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় চলছে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান। অনেক সময় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক এজেন্ডা যুক্ত থাকে বলে যেনতেনভাবে কাজ সম্পন্ন করে জনগণের আইওয়াশ করতে চায় কর্তৃপক্ষ, কখনো বা দলীয় পরিচয় বহনকারী ঠিকাদারদের হাতে কাজ যায় বলে তারাও জবাবহিদিতার ধার ধারেন না, নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করে পয়সা হাতিয়ে নেন নিজেদের পকেটে। যার ফলে টেকসই হয় না অবকাঠামো। এর অন্যতম একটি উদাহরণ হতে পারে হরিণাকুণ্ডু ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির শিক্ষক সালাম উদ্দিন বলেন, 'নির্মাণকাজ নিম্নমানের হওয়ায় ভবনগুলোর বিভিন্ন স্থান খসে পড়ছে। এগুলো এখনই মেরামত না করা হলে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

ঝুঁকিপূর্ণ এসব বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে স্বস্তি পান না বাবা-মা। তাদের মধ্যে বিরাজ করে উৎকণ্ঠা, একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের ভাষ্য, কখন যে দুর্ঘটনা ঘটে ঠিক নেই। কিছুদিন পরই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন যে কোনো সময় ঝড়ে ভেঙে পড়তে পারে।

কীভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা যায় সেটি নিয়ে যখন সচেতন মহলের উৎকণ্ঠার শেষ নেই ঠিক সে সময়ে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠ নেওয়ার ঘটনা আমাদের আরও বেশি দুর্ভাবনায় ফেলে দেয়। শিক্ষার মান উন্নয়নের একটি বড় পূর্বশর্ত হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন। অবকাঠামোর যথেষ্টভাব রেখে কেউ যদি শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের কথা আওড়ান সেটি হবে নির্বুদ্ধিতা।

শুধু ঝিনাইদহ জেলা নয়, আমরা মনে করি দেশের সব ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সেখানে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং প্রাণবন্ত করতে, মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হলে অবশ্যই এসব বিষয় নিয়ে বেশিদিন টানাহেঁচড়া করার সুযোগ নেই। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যদি ঝুঁকিপূর্ণ হয় তবে এ নিয়ে লুকোচুরির কিছু নেই, স্বীকার করে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই ধীরে ধীরে আমরা পৌঁছে যাব কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের দিকে।

যাহোক আরেকটি ঘটনা না উল্লেখ করলেই নয়, ঘটনাটিও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, একটি জাতীয় দৈনিকে ২৯ ও ৩০ তারিখে আরও দুটি খবর ছেপেছে, যে খবরগুলোয় পুরো শিক্ষক সমাজের জন্য উদ্বেগ রয়েছে, অসহায়ত্ব এবং যন্ত্রণা রয়েছে। ২৯ তারিখের খবরটি হলো, ঝালকাঠিতে গোবিন্দ ধবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাত-পা ভেঙে দিয়েছেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও তার সহযোগীরা। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই নারীসহ আরও একজন। পত্রিকাটির ভাষ্যমতে, ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এ হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক আ. লতিফ মিয়া।

অন্যদিকে ৩০ মার্চের খবরটিও প্রায় কাছাকাছি, রাজবাড়ীতে উত্তাক্তের প্রতিবাদ করায় খানখানাপুর তমিজউদ্দিন খান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমজাদ হোসেনকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে বখাটেরা। আহত আমজাদ হোসেনকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

উল্লেখিত ঘটনা দুটির সাদৃশ্য রয়েছে, দুটি ঘটনায়ই জড়িত স্থানীয় প্রভাবশালীরা, ঝালকাঠির ঘটনায় জড়িত স্বয়ং জনপ্রতিনিধি, যিনি নিজেকে জনগণের সেবক দাবি করেন অথচ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে অবৈধ প্রভাব খাটাতে ব্যর্থ হয়ে হাত-পা ভেঙে দিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের। অন্যদিকে রাজবাড়ীর ঘটনায় জড়িত বখাটেরা, এদের আপাতদৃষ্টিতে বখাটে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের সঙ্গে সমাজের বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর যোগ আছে, কারো হাতে অবৈধ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি না থাকলে এমন ঘটনা ঘটানোর সাহস ও শক্তি কোনোটাই পাওয়ার কথা নয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, এ ধরনের ঘটনার কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না সাম্প্রতিক বছরগুলোয়, দুদিন পরপরই এ ধরনের খবর পত্রিকায় উঠে আসছে, বেপরোয়া হয়ে উঠছে এ ধরনের দুষ্ট প্রভাব। কিন্তু এর বিপরীতে সাহসের সমাচার নেই, জেগে উঠে যুথবদ্ধ প্রতিবাদের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শেষ কথা হলো, আমাদের এ ধরনের সব অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করতে হবে নয়তো একে একে দেশ, সমাজ এবং আমরা সবাই একদিন আক্রান্ত হতে পারি– সে দুঃসহ আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

❑ ড. মো. শরিফ উদ্দিন, অধ্যাপক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়